উচ্চতর শিক্ষায় ভর্তি ও আসন সংকট

সামসুদ্দীন

১৯৯৭ সনে ৫টি শিক্ষা বোর্ডে এইচএসসি পরীক্ষায় ৬,৫০,৩১৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২,৪২,৬৬০ জন উত্তীর্ণ হয়। অবশিষ্ট ৪,০৭,৬৫৬ জন পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়। এক্ষেত্রে ৫টি বোর্ডে পাস করা ছাত্র/ছাত্রীর চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

বোর্ডের নাম	১ম বিভাগ	২য় বিভাগ	৩য় বিভাগ
১। ঢাকা বোর্ড	১৯৩৯৬ জন	৫০৩৭৫ জন	৮২৮১ জন
২। চট্টগ্রাম বোর্ড	৩১০৮ জন	১৮৭৮৪ জন	২৭৩৯ জন
৩। কুমিল্লা বোর্ড	৫০৯২ জন	২৭৫২৯ জন	৫২৬২ জন
৪। যশোর বোর্ড	১০৫০৭ জন	২৬১৬৩ জন	৩২২৯ জন
৫। রাজশাহী বোর্ড	৯১৭১ জন	৪৩৩৫৭ জন	৯৫৬৭ জন
মোট	৪৯,২৭৪ জন	১,৬৬,২০৮ জন	২৯,০৭৮ জন

উক্ত উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী বাদে অকৃতকার্য ৪,০৭,৬৫৬ জনের অভিভাবক যদি প্রতি ছাত্রের জন্য বার্ষিক ন্যূনতম ১৫,০০০/- টাকা ব্যয় করে তবে ২ বৎসরে উক্ত অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কমপক্ষে ১২২৩ কোটি টাকা অপচয় হয়। এরূপ জাতীয় শিক্ষা ও মেধার অপচয়সহ বিরাট অংকের অর্থ ক্ষতি বিশ্বের কোন দেশে আছে বলে মনে হয় না।

তদুপরি ১ম ও ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ ২,১৩,৫৮২ জন ছাত্র-ছাত্রী নিম্নোক্ত পেশামূলক উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলেও অনুরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা ও সীমিত আসন সংখ্যার দরুন প্রায় ২ লক্ষ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী তাঁদের পছন্দসই (Choice) উচ্চতর শিক্ষা হতে বঞ্চিত হন। এক্ষেত্রে সীমিত আসন সংখ্যার চিত্র তুলে ধরা হলো ঃ

ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	আসন সংখ্যা	ভর্তি পরীক্ষার তারিখ
ক)	মেডিকেল কলেজসমূহ	১৪৮১টি	৬/৩/৯৮
খ)	ডেন্টাল কলেজসমূহ	১০৩টি	২০/৩/৯৮
গ)	বিআইটি	৫০০টি	২৪/৪/৯৮
ঘ)	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	৫৮৫টি	-
ঙ)	শাঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট	৫৩০টি	৮/৫/৯৮
চ)	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৬৪৫টি	১৫/৫/৯৮
ছ)	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	২১০টি	১২/৫/৯৮
জ)	(১) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর ও	-	৩১/৩/৯৮
	(২) অন্যান্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়	৭০০০টি	-
ঝ)	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৩৭৩০টি	-
	মোট	১৪,৮২৪টি	

উক্ত সীমিত ১৪,৮২৪টি আসনের বিপরীতে ভর্তি ইচ্ছুক ২,১৩,৫৮২ জন ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যমান। ফলে প্রায় ২ লক্ষ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী অঙ্কুরেই পছন্দসই উচ্চতর শিক্ষা হতে বঞ্চিত হয়। এরূপ সীমিত আসন সংখ্যার কারণে ১৯৯৭ সনে ১ম ও ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ প্রায় ২ লক্ষ ১৪ হাজার ছাত্র-ছাত্রী হন্যে হয়ে বিভিন্ন উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৪,৮২৪টি আসনের অনুকূলে ভর্তি পরীক্ষার লক্ষ্যে আবেদনপত্র দাখিল করেন। তাই একজন ছাত্র-ছাত্রী কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন তা তার সম্পূর্ণ অজানা। অর্থাৎ একই ছাত্র-ছাত্রী ২/৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেমন মেডিকেল/ ইঞ্জিনিয়ারিং/ সম্মান শ্রেণীতে ভর্তির উপযুক্ত বিবেচিত বা নির্বাচিত হতে পারেন। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যদি ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল বিভিন্ন তারিখে ঘোষণাসহ আগে-পরে ভর্তি হওয়ার সময় সীমা নির্ধারণ করে দেন; তবে ঐ ছাত্র-ছাত্রী তাঁর পছন্দসই মেডিকেলের পরিবর্তে সম্মান শ্রেণী কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং-এর পরিবর্তে সম্মান শ্রেণী বা পাস কোর্সে ভর্তি হতে বাধ্য হয়। এর ফলশ্রুতিতে তাঁর পছন্দসই বিষয়ক শিক্ষা অর্জনে ব্যর্থ হয়। অপরদিকে একবার ভর্তি হলে তবে ইচ্ছামাফিক শিক্ষা বিষয়কে বদল করে অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পায় না। কারণ সকল মূল সনদপত্র বাধ্যতামূলক আটক রেখে ভর্তি করা হয়।

তদুপরি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের শেষ তারিখ ৩১-৩-৯৮ নির্ধারণ করে ভর্তি হওয়ার শেষ তারিখ ১৫-৪-৯৮ ধার্য করেছেন। অথচ ১৫-৪-৯৮ তারিখের পরে যেমন (ক) বিআইটি, (খ) শাঃ বিঃ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট, (গ) কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। লক্ষণীয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ তারিখ ১৫-৪-৯৮-এর মধ্যে কোন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হলে তবে ঐ ছাত্র-ছাত্রী বর্ণিত ৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ বা ভর্তি হওয়ার সুযোগ হতে বঞ্চিত হতে বাধ্য।

সুতরাং বর্ণিত অনিয়ম ও অসঙ্গতিগুলো নিরসন করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো সুবিবেচনার জন্য সরকার ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট পেশ করা হচ্ছে।

(১) অনুরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধানদের সমন্বয় স্থায়ী 'একটি কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটি' গঠনপূর্বক উল্লেখিত অনিয়ম দূর করা।

(২) অনুরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর আসন সংখ্যা বার্ষিক ন্যূনতম ২০% বৃদ্ধিপূর্বক মেধা অপচয় রোধ করা।

(৩) পরীক্ষা অকৃতকার্যতা রোধকল্পে দক্ষ পাঠদানকারী শিক্ষক-শিক্ষিকা সৃষ্টির ব্যবস্থাসহ পাঠদান ঘন্টার অপচয় বন্ধ করা।

(৪) সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সকল রাজনৈতিক দলের অনুপ্রবেশ চিরতরে বন্ধ করা।

(৫) এরূপ উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষা একই তারিখে অনুষ্ঠানের রীতি পরিহার করা।

(৬) এরূপ উচ্চতর প্রতিষ্ঠানের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল যখনই ঘোষণা করা হোক না কেন, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি একই দিন হতে শুরু করে এক মাস ভর্তির সুযোগ উন্মুক্ত রাখা। অর্থাৎ ৩১-৫-৯৮ ইং তারিখের মধ্যে সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি পরীক্ষা ও ফলাফল ঘোষণা শেষ করে ১ জুন '৯৮ হতে ৩০ জুন '৯৮ পর্যন্ত সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার সুযোগ উন্মুক্ত রাখা।

29 MAR 1998